



69812 - এই আয়াতটি অর্থোডক্সিকি অপারেশন করতে বারণ করে না

প্রশ্ন

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করছি”। তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের এ যামানায় এমন কিছু মানুষ পাই যারা দন্ত ডাক্তারের শরণাপন্ন হন আঁকাবাঁকা দাঁতকে সোজাকরণের অপারেশন করানোর জন্য। এর হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলার বাণী: “আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করছি”। [সূরা ত্বীন, আয়াত: ৪] এর উদ্দেশ্য হলো: তিনি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে ও কাঠামোতে সৃষ্টি করছেন; খাড়াভাবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে সুসম ও সুন্দরভাবে; যমেনটি বলছেন ইবনে কাছরি (রহঃ) তাঁর তাফসিরে (৪/৬৮০)]

আল-কুরতুবী (রহঃ) বলেন:

“সুন্দরতম গঠনে”: গঠনের সমতা ও যৌবনের পূর্ণতা। অধিকাংশ তাফসিরবিদ এমনটি বলছেন। এটি সুন্দরতম গঠন। কেননা তিনি সবকিছুকে সৃষ্টি করছেন এর চহোরা নমিনমুখী করে। আর মানুষকে সৃষ্টি করছেন খাড়াভাবে। মানুষের রয়েছে জিহ্বা এবং হাত ও আঙুল; যা দিয়ে সে ধরতে পারে। আবু বকর ইবনে তাহরি বলেন: বুদ্ধি দিয়ে সুশোভিত, আদর্শে পালনে সক্ষম, ভালোমন্দে বিবেচনাশক্তি দ্বারা পরিচালিত, সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং হাত দিয়ে নিজের খাবার তুলে নতিনে পারে। [তাফসিরে কুরতুবী (২০/১০৫) থেকে সমাপ্ত]

এই আয়াতটি কোন মানুষকে তার দাঁতের চিকিৎসা করতে কথিবা বাঁকা দাঁত সোজা করতে বাধা দেয় না; যমেনভাবে তার অন্য সব রোগের চিকিৎসা করতেও বাধা দেয় না। গুরুত্বপূর্ণ হলো সে যেনে নছিক সতৌন্দর্য ও শোভাবর্ধনের জন্য এটি না করে। কারণ সতৌন্দর্য বর্ধক অপারেশনগুলোর ক্ষতেরে নীতি হলো: এ অপারেশনগুলোর যট্টে কোন বক্তিত বা দোষ দূর করার জন্য; তাতে কোন আপত্তি নহে। আর যট্টে নছিক সতৌন্দর্য ও শোভার জন্য সট্টে নষিদিধ। [দখুন: মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন; খণ্ড-১৭, প্রশ্ন নং-৪]

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল দাঁত সোজাকরণ সম্পর্কে?

জবাবে তিনি বলেন: “দাঁত সোজাকরণ দুই প্রকার:



এক: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কেবল সৌন্দর্যবর্ধন। এটি হারাম ও নাজায়েযে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৌন্দর্যেরে জন্য দাঁত সরুকারনী নারী তথা আল্লাহর সৃষ্টিকি পরবিত্তনকারনী নারীদরেক লানত করছেন। অথচ সাজগোজ করা নারীদরে থেকে কাম্ব। নারীরা সাজগোজেরে মধ্যই বড়ে ওঠে। সুতরাং এর থেকে পুরুষদেরকে নষিধে করা আরও অধিক যুক্তযুক্ত।

দুই: যদি কোন ত্রুটির কারণে দাঁতগুলোক সোজা করা হয় তাহলে এতে কোন আপত্তি নাই। কোননা হতে পারে কিছু মানুষেরে সামনের দাঁতগুলো কথিবা অন্য কোন দাঁত এমন বশিরাভাবে বেরে হয়ে থাকে যা দৃষ্টিকিটু লাগে। এক্ষেত্রে এ দাঁত সোজা করতে কোন আপত্তি নাই। কোননা এটি ত্রুটি দূরীকরণ; সৌন্দর্য বর্ধন নয়। এর সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে সেই হাদিসে যাতে রয়েছে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনকৈ ব্যক্তিকি একটি রুপার নাক গ্রহণ করার নরিদশে দিয়েছিলেন; যার নাকটি কাটা পড়ছিল। পরবর্তীতে এতে দুর্গন্ধ হওয়ায় তনি তাকে একটি স্বর্ণেরে নাক গ্রহণ করার নরিদশে দনে”। কোননা এটি হচ্ছে একটি ত্রুটি দূরীকরণ; সৌন্দর্য বর্ধন নয়।”[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন; খণ্ড-১৭, প্রশ্ন নং-৬]

সারকথা হলো এই আয়াতটি দাঁতেরে চকিৎসা করানো কথিবা দাঁতেরে আঁকাবাঁকা দূর করার জন্য কথিবা উদ্ভূত কোন ত্রুটি দূর করার জন্য দাঁত বাঁধানো হারাম হওয়ার পক্ষে প্রমাণ বহন করে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।